সংবাদ

9 MAY 2011

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...৭......

এসএসসি ফল ——

মেধা তালিকায় এগিয়ে সরকারি স্কুল

● ভালো করেনি বাণিজ্যনির্ভর প্রতিষ্ঠানগুলো

রাকিব উদ্দিন

এসএসসি পরীক্ষায় এবার সবচেয়ে ভালো ফল অর্জন করেছে সরকারি হাইস্কুলগুলো। আটটি সাধারণ শিক্ষাবোর্ডের প্রত্যেকটির মেধা তালিকার শীর্ষে থাকা ২০টির মধ্যে স্থান করে নিয়েছে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়গুলো। সাধারণ শিক্ষাবোর্ডের শীর্ষ স্থান অর্জনকারী মোট ১৬০টি স্কুলের মধ্যে ৬৫টিই সরকারি হাইস্কুল। প্রসঙ্গত সারাদেশে ৩১৭টি সরকারি হাইস্কুল আছে।

সরকারি হাইস্কুলগুলো এবার ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করলেও মেধা তালিকা (মেরিট লিস্ট) থেকে ছিটকে পড়েছে বাণিজ্যনির্ভর শিক্ষা প্রাইভেট হাইস্কুলগুলো। এবার কোন শিক্ষাবোর্ডেই প্রাইভেট স্কুলগুলো মেধা তালিকায় স্থান পায়নি। তবে এমপিওভুক্ত বেসরকারি হাইস্কুলগুলো আগের সাফল্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। সরকারি স্কুলগুলোর অভাবনীয় সাফল্য অর্জনের বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশীদ সংবাদকে বলেন, সরকারি স্কুলগুলোকে সরাসরি আমরা নিয়ন্ত্রণ করি। কিন্তু বেসরকারি স্কুল স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা পরিচালনা করেন। সার্বিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় মনিটরিং জোরদার, সৃজনশীল বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ফলে এবার এসএসসিতে সরকারি স্কুলগুলো ভালো করেছে। এগিয়ে সরকারি স্কুল : এবার ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের সেরা ২০টি স্কুলের মধ্যে চারটিই সরকারি স্কুল। এর প্রত্যেকটিই রাজধানীর। রাজশাহী বোর্ডের শীর্ষ ২০টি স্কুলের আটটিই সরকারি স্কুল, কুমিল্লা বোর্ডের সেরা ২০টির মধ্যে ছয়টি সরকারি স্কুল, যশোর বোর্ডের সেরা ২০টি হাইস্কুলের ১১টিই সরকারি, চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের মেরিট লিস্টের আটটি সরকারি স্কুল, বরিশাল বোর্ডের মেধা তালিকার ১০টিই সরকারি স্কুল, সিলেট বোর্ডের শীর্ষ ২০টির আটটিই সরকারি স্কুল এবং দিনাজপুর বোর্ডের সেরা ২০টি স্কুলের ১০টিই সরকারি। ঢাকা শিক্ষাবোর্ডে সরকারি হাইস্কুলের মেধা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

মেধা : তালিকায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মধ্যে সবচেয়ে ভালো সাফল্য (সপ্তম) অর্জন করেছে মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়। এ স্কুলের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ হাফিজুল ইসলাম সংবাদকে বলেছেন, সরকারি স্কুলে বরাবরই লেখাপড়ার মান ভালো হয়। সরকারি স্কুলে একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পাঠদান ও সিলেবাস সম্পন্ন, নিয়মিত শ্রেণী শিক্ষকদের উপস্থিতি নিশ্চিত এবং শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জবাবদিহিতায় রাখা হয়। তুলনামূলকভাবে সরকারি স্কুলের কর্তৃপক্ষের ওপর শিক্ষা প্রশাসনের নিয়মিত মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ একটু বেশিই থাকে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অভিযোগ করেছেন, সেরা স্কুল বাছাইয়ের মানদণ্ড সংশোধন হওয়া জরুরি। কারণ বর্তমান মানদণ্ডে একশ্রেণীর বিশেষায়িত স্কুল মাত্র অর্ধশত শিক্ষার্থী পড়িয়ে মেধা তালিকায় স্থান দখল করে নিচ্ছে। অথচ সাধারণ বেসরকারি ও সরকারি স্কুলগুলো বিশেষায়িত স্কুলের তুলনায় পাঁচ থেকে ১০ গুণ বেশি শিক্ষার্থী পড়িয়ে এবং সবাইকে উত্তীর্ণ করার সাফল্য অর্জন করলেও মেধা তালিকায় স্থান অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে।

প্রসঙ্গত পরীক্ষার ফলের পাঁচটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে সেরা স্কুল নির্বাচন করা হয়। মানদণ্ডগুলো হলো- নিবন্ধিত শিক্ষার্থীর মধ্যে নিয়মিত পরীক্ষার্থীর শতকরা হার, শতকরা পাসের হার, মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ প্রাপ্তির হার, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও প্রতিষ্ঠানের গড় জিপিএ মূল্যায়ন।

রাজধানীর দুটি সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক সংবাদকে বলেন, একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ৬০ জন শিক্ষার্থী পড়ানো হয়। অথচ একটি সরকারি স্কুলে কমপক্ষে বিশেষ স্কুলের চারগুণ শিক্ষার্থী পড়ানো হয়। কিন্তু অবকাঠামো সুবিধা ও শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যার দিক দিয়ে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক এগিয়ে আছে। তাই এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা তুলনামূলকভাবে জিপিএ-৫ বেশি পেয়ে থাকে।